ভর্তির টাকা শিক্ষকদের পকেটে

রাশেদুল ইসলাম খান, মানিকগঞ্জ
৩১ জুলাই ২০২৪, ১২:০০ এএম

নির্ধারিত ফির বাইরে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মানিকগঞ্জ সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। জেলার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ও প্রিয় কলেজে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে বাধ্য হয়ে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে হচ্ছে চান্স পাওয়া ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের। এর ফলে মানিকগঞ্জে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশনা উপেক্ষা করে মোটা অঙ্কের টাকা যাচ্ছে শিক্ষকদের পকেটে।

ভর্তি পরিপত্রে জানা যায়, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে মানিকগঞ্জ সরকারি দেবেন্দ্র কলেজের একাদশ শ্রেণিতে মানবিক শাখায় ৮২৫ জন, ব্যবসায়ী শাখায় ৬০০ এবং বিজ্ঞান শাখায় ৪২৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তি হচ্ছে মানিকগঞ্জসহ বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরিপত্র অনুযায়ী ভর্তি ও সেশন চার্জ বাবদ সর্বোচ্চ ২ হাজার ৫৯৫ টাকা এবং সর্বনিম্ন ২ হাজার ২৫৫ টাকা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বোর্ডের নির্দেশনা উপেক্ষা করে দেবেন্দ্র কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থকে অতিরিক্ত ৩৩০ টাকা নিচ্ছে। সেই হিসাব অনুযায়ী ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে সব শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৩৩০ টাকা করে মোট ৬ লাখ ১০ হাজার টাকা অতিরিক্ত আদায় করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

মানবিক শাখার শিক্ষার্থী অ্যানি আক্তার বলেন, আমার কাছে এত টাকা না থাকায় পরে আমার এক বান্ধবীর কাছ থেকে টাকা ধার করে কাগজপত্র জমা দিই। কিন্তু কী কারণে ৩৩০ টাকা নিচ্ছে, সেটা বলেনি। বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী প্রিয়াঙ্কা আক্তার বলেন, কম্পিউটারের দোকান থেকে অনলাইনের মাধ্যমে ২৬০০ টাকা দিয়ে ভর্তি হয়েছি। এরপর কলেজে কাগজপত্র জমা দেওয়ার সময় নিয়েছে ৩৩০ টাকা। বোর্ডের নির্দেশনার

বাহিরে টাকা নেওয়ায় জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান অভিভাবকরা। একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি কমিটির সদস্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. মাহাফিল খান, অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আহামুদুল্লাহ ও গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক বায়জিদ হাসান জানান, পাঠ পরিক্রমা ৫৮ টাকা, আইডি ফরম ৩ টাকা, রিসিট ২ টাকা, ডিজিটাল আইডি কার্ড ৮৫ টাকা, ডিজিটাল মেশিন ৬০ টাকা ও দুই বছরের শিক্ষার্থীদের এসএমএস ১২২ টাকা। কিন্তু সবগুলো খাত যোগ করা হলে তাতে দেখা যায় ৩৩৩ টাকা হয়। তাই কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে হিসাব করা হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে মানিকগঞ্জ সরকারি দেবেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. রেজাউল করিম জানান, একাডেমি কাউন্সিলর মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৩৩০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। তবে এই অতিরিক্ত টাকা কোন খাতে নেওয়া হচ্ছে তা একাডেমি কাউন্সিলর মিটিংয়ের রেজলুশন বই দেখাতে পারেননি।